হজ্জ ও উমরার পদ্ধতি

শায়খ ইবনে উসাইমীন (রঃ)

صفة الحج والعمرة

(باللغة البنغالية)

لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)

অনুবাদ ঃ-

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী

ইসলামী দাওয়াত অফিস, আলমাজমাআহ

পোঃ বক্স নং ১০২, পিন ১১৯৫২

ফোন- ০৬/৪৩২৩৯৪৯, ফ্যাক্স ০৬/৪৩১১৯৯৬

ترجمة ونشر:

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المجمعة

ص. ب: ١٠٢، المجمعة ١١٩٥٢

ت: ٠٦/٤٣٢٣٩٤٩، ف: ٠٦/٤٣١١٩٩٦

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ভাই মুসলিম!

হে পবিত্র কা'বাগৃহের হজ্জযাত্রী, যিনি এ পথে নিজের অর্থ, শ্রম, সময় ও দিবারাত্রি ব্যয় করেছেন। যিনি পশ্চাতে পরিবার-পরিজন, ছেলেমেয়ে, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন রেখে এসেছেন। যিনি বিলাস-বসন ও সুন্দর লেবাস খুলে রেখে মৃতের কাফনের মত ইহরামের লেবাস পরিধান করেছেন। এ সব কিছুই আপনি মহান ফরয হজ্জ আদায়ের মানসেই করেছেন এবং নিশ্চয়ই তাতে একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই আপনার উদ্দেশ্য। কারণ আপনি জানেন যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, "গৃহীত হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হল জান্নাত।" *(বুখারী, মুসলিম)* তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং সে হজ্জে সে কোন প্রকার যৌনাচার ও পাপাচার করল না, সে ব্যক্তি সেদিনকার মত (নিষ্পাপ হয়ে) ফিরে এল, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।" *(বুখারী, মুসলিম)*

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা দেখছি, জিহাদ হল সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। অতএব আমরা জিহাদ করব না কি? তিনি বললেন, "কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল গৃহীত হজ্জ।" আর আল্লাহর নিকট গৃহীত ও মকবূল হল সেই হজ্জ, যে হজ্জ মহানবী ﷺ এর পূর্ণ অনুসরণ করে করা হয়। কারণ, তিনি বলেছিলেন, "তোমরা তোমাদের হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি আমার কাছ থেকে শিখে নাও।" *(মুসলিম)*

এই জন্যই আমরা আপনার জন্য মহানবী ﷺ এর তরীকা অনুযায়ী হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি উপহার পেশ করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। আর এ লক্ষ্যে আমরা শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ বিন উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) এর লিখিত বাণী নির্বাচন করেছি। আমরা আল্লাহর নিকট এই কামনা করি যে, আপনার হজ্জ কবুল হোক, আপনার পাপ সাফ হোক এবং আপনার চেষ্টা স্বীকৃত হোক।

হজ্জ ও উমরার পদ্ধতি

শায়খ ইবনে উসাইমীন (রঃ) বলেন, এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে তামাত্তু হজ্জের পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ-

হজ্জ অথবা উমরাহ করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের (শওয়াল, যুল-ক্বাদাহ অথবা যুল-হজ্জ) মাসে মক্কার দিকে রওনা হয়, তার জন্য আফযল এই যে, তামাত্তু হজ্জ করার জন্য প্রথমতঃ সে উমরাহ করবে। অতএব সে মীকাতে পৌঁছে উমরার ইহরাম বাঁধবে। এখানে নাপাকীর গোসলের মত গোসল করবে। নারী-পুরুষ সকলের জন্য -এমন কি

ঋতুমতী মহিলার জন্যও এ গোসল সুন্নত। গোসলের পর মাথায় ও দাড়ীতে আতর ব্যবহার করবে। অতঃপর ইহরামের কাপড় পরবে। কোন ফরয নামাযের সময় হলে নামায পড়ার পর ইহরাম বাঁধবে (উমরার নিয়ত করবে)। অথবা তাহিয়্যাতুল ওযুর নিয়তে ২ রাকআত নফল নামায পড়বে। কেন না, এ স্থলে ইহরামের জন্য বিশেষ কোন নামায নেই এবং মহানবী ﷺ কর্তৃক এ বিষয়ে কোন কিছু বর্ণিত হয় নি। অবশ্য হায়েয ও নেফাসগ্রস্ত মহিলা নামায পড়বে না। অতঃপর (গাড়িতে বসে) হাজী **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً،** (লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা উমরাহ) বলে তালবিয়্যাহ পাঠ করতে শুরু করবে। বলবে ঃ-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْك، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَك.

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা অননি'মাতা লাকা অলমুল্‌ক, লা শারীকা লাক।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি উমরার নিয়তে হাজির। আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আমি তোমার নিকট হাজির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, সম্পদ ও রাজত্ব তোমার জন্য, তোমার কোন অংশী নেই।

আর এইভাবে মক্কা এসে পৌঁছনো পর্যন্ত উক্ত তালবিয়্যাহ পড়তে থাকবে।

❁ মক্কার নিকটবর্তী হলে প্রবেশের জন্য গোসল করা উত্তম; যেমন মহানবী ﷺ এ সময় গোসল করেছিলেন। অতঃপর মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে বাড়িয়ে এই দুআ পড়বেঃ-

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيم، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْم، وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم.

উচ্চারণ- বিসমিল্লা-হ, অসসালা-তু অসসালা-মু আলা রাসূলিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মাগফির লী যুনূবী, অফ্‌ তাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিক। আউযু বিল্লাহিল আযীম, অবিঅজহিহিল কারীম, অবিসুলত্বা-নিহিল ক্বাদীম মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তুমি তোমার করুণার দুয়ার খুলে দাও। আমি সুমহান আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মানিত চেহারা ও আদি পরাক্রমের অসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাচ্ছি।

❁ অতঃপর তওয়াফ শুরু করার পূর্বে তালবিয়্যাহ পাঠ বন্ধ করে দেবে এবং হাজরে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ আরম্ভ করবে। পাথর

স্পর্শ করবে এবং সম্ভব হলে চুম্বন দেবে। সম্ভব না হলে দূর থেকেই হাত দ্বারা ইশারা করবে এবং সেই সাথে বলবে, "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।"

অতঃপর কা'বা ঘরকে বাঁয়ে রেখে সাত চক্কর তওয়াফ শেষ করবে। হাজরে আসওয়াদ থেকে পুনরায় হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এক চক্কর হয়। হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া কা'বা গৃহের আর কোন অংশ স্পর্শণীয় নয়। কারণ, মহানবী ﷺ ঐ দুই পাথর ছাড়া কা'বা গৃহের আর কোন স্থান স্পর্শ করেন নি। এই তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুতবেগে কুচকাওয়াজি চলা সুন্নত। অনুরূপ এই তওয়াফের সকল চক্করেই ইযতিবা সুন্নত। ডান কাঁধ বের করে চাদরের উভয় প্রান্তকে বাম কাঁধের উপরে চাপিয়ে রাখবে। যখনই হাজরে আসওয়াদের কাছাকাছি হবে তখনই হাত দ্বারা ইশারা করবে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আর রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দুআ বলবে,

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণঃ- রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌য়্যা হাসানাতাঁউ অফিল আ-খিরাতি হাসানাতাঁউ অক্বিনা আযা-বান্নার।

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

তওয়াফের বাকী চক্রে ইচ্ছামত যিক্‌র ও দুআ পাঠ করবে।

۞ এখানে প্রত্যেক চক্করেই জন্য নির্দিষ্ট করে কোন দুআ নেই। অতএব হাজীকে সেই সকল (বাজারী) বই-পুস্তক থেকে দূরে থাকা দরকার, যা বহু সংখ্যক হাজীদের হাতে দেখা যায়, যাতে প্রত্যেক চক্করের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের দুআ (মনগড়াভাবে) লিপিবদ্ধ আছে। যা পাঠ করা বিদআত। কারণ, এ শ্রেণীর দুআ আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয় নি। আর মহানবী ﷺ বলেছেন যে, "প্রত্যেক বিদআতই হল ভ্রষ্টতা।" *(মুসলিম)*

۞ তওয়াফকারীর জন্য একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে বহু হাজীই ভিড়ের সময় ভুল করে থাকে। আর তা এই যে, হিজ্‌র বা হাতীমের এক দরজায় প্রবেশ করে অন্য দরজায় বের হয়ে তওয়াফ করে এবং হিজ্‌র (কা'বার পাশে গোল মত ঘেরা জায়গা)কে তওয়াফে শামিল করে না। আর এটি একটি বড় ভুল। কেন না, হিজরের অধিকাংশ কা'বারই অংশ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়, তার পূর্ণরূপে বায়তুল্লাহর তওয়াফ হয় না; বিধায় তার তওয়াফ শুদ্ধ হয় না।

۞ তওয়াফ শেষ করে সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে ২ রাকআত নামায পড়বে। ভিড়ের কারণে সম্ভব না হলে মসজিদের যে কোন জায়গায় ঐ নামায আদায় করে নেবে। অতঃপর সাঈর জন্য সাফা পর্বতের দিকে রওনা হবে। পাহাড়ের নিকটে পৌঁছলে এই আয়াত পাঠ করবে,

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِاللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ﴾

অর্থ- নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পর্বতদ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কা'বা গৃহের হজ্জ কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে, তার জন্য এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করলে কোন দোষ নেই। এবং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন পুণ্য কাজ করে তবে অবশ্যই আল্লাহ পুরস্কারদাতা সর্বজ্ঞ। *(সূরা বাকারাহ ১৫৮আয়াত)*

এর পরে আর অন্য সময় এই আয়াত পুনরায় পড়বে না। অতঃপর সাফায় চড়ে কেবলামুখ করবে এবং দুই হাত তুলে 'আল্লাহু আকবার' ও 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবে। তারপর এই যিক্‌র পাঠ করবে,

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

উচ্চারণঃ- " লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহ, আনজাযা অ'দাহ, অ নাসারা আবদাহ, অহাযামাল আহযা-বা অহদাহ।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। আল্লাহু ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তিনি নিজের অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই দলসমূহকে পরাস্ত করেছেন।

এরপর মোনাজাত করবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার ঐ যিক্‌র পাঠ করবে, তারপর আবার মোনাজাত করবে। তারপর পুনঃ তৃতীয়বার ঐ যিক্‌র পাঠ করবে।

۞ অতঃপর সেখান থেকে নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে রওনা হবে। সবুজ বাতি আসা পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে এবং সবুজ বাতির চিহ্ন থেকে আগামী সবুজ বাতির চিহ্ন পর্যন্ত সম্ভব হলে খুব জোর বেগে দৌড়ে পার হবে। দৌড়তে গিয়ে কাউকে কষ্ট দেবে না। অতঃপর দ্বিতীয় সবুজ বাতির পর থেকে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে মারওয়ার উপর গিয়ে চড়বে। এখানেও কেবলামুখ হয়ে দুই হাত তুলে সাফাতে যেরূপ যিক্‌র ও দুআ পড়ে মোনাজাত করেছিল, সেইরূপ করবে। আর এ পর্যন্ত তার এক চক্র সাঈ পূর্ণ হয়ে যাবে।

۞ অতঃপর মারওয়া থেকে সাফার দিকে পূর্বের নিয়মে ফিরে আসবে। আর এ পর্যন্ত তার ২ চক্র সাঈ পূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর সাফাতে উঠেও সেই যিক্‌র ও দুআ পাঠ করবে যা প্রথমেই করেছিল। এইরূপে সাফা থেকে মারওয়া এক চক্র এবং মারওয়া থেকে সাফা দ্বিতীয় চক্র হিসাব করে মারওয়ায় ৭ চক্র শেষ করবে, তখন হাজী মাথার চুল ছেঁটে নেবে। তবে এই ছাঁটা যেন মাথার সকল জায়গা থেকেই হয়; যাতে চুল ছাঁটা মাথায় প্রকাশ পায়। অবশ্য মহিলা তার মাথার সমস্ত চুল থেকে মাত্র আঙ্গুলের ডগার এক গিরা পরিমাণ কেটে ফেলবে। আর এর পরই হাজী ইহরাম থেকে পূর্ণ হালাল হয়ে যাবে। এখন থেকে হজ্জের দিন আসা পর্যন্ত সে স্ত্রী, খোশবূ এবং স্বাভাবিক লেবাস ব্যবহার (তামাত্তু) করে লাভবান হতে পারবে।

۞ যুল-হজ্জ মাসের ৮ তারীখ এসে উপস্থিত হলে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। গোসল করবে, খোশবূ ব্যবহার করবে, অতঃপর ইহরামের লেবাস পরে মিনার দিকে রওনা হবে। এখানে এসে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর পাঁচ অক্তের নামায পড়বে। ৪ রাকআত বিশিষ্ট নামাযকে ২ রাকআত করে প্রত্যেক নামাযকে তার যথাসময়ে আদায় করবে। মিনায় জমা নেই। কেবল কসর করেই পড়তে হবে।

۞ অতঃপর (আরাফাতের দিন) যুল-হজ্জ মাসের ৯ তারীখের সূর্য উদয় হলে আরাফাতের দিকে রওনা হবে। সম্ভব হলে 'নামেরাহ' উপত্যকায় (সূর্য ঢলা পর্যন্ত) অবস্থান করবে। আর সম্ভব না হলে সোজা আরাফাতে গমন করবে এবং সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আসরের নামাযকে জমা তাকদীম (যোহরের সময়ে) ও কসর করে পড়বে। অতঃপর আল্লাহর যিক্‌র, দুআ, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি আল্লাহর নৈকট্যদাতা ইবাদতে ব্যাপৃত ও মশ্‌গুল হবে। চেষ্টা ও যত্ন রাখবে যাতে এই দিনের শেষ ভাগটা মহান আল্লাহর দরবারে একান্ত আগ্রহের সাথে নাছোড় বান্দার মত দুআ ও মোনাজাতের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। কারণ, এই সময়টা হল দুআ কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময়।

۞ এখানে কেবলামুখ করে দুই হাত তুলে দুআ করা সুন্নত। এই বিরাট মাহাত্ম্যপূর্ণ অবস্থানক্ষেত্রে মহানবী ﷺ এর অধিকাংশ দুআ ছিল,

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সর্বোপরি শক্তিমান।

এ ছাড়া আরো অন্যান্য নববী দুআ ও মোনাজাত পড়তে যত্নবান হবে। কারণ, মহানবী ﷺ এর দুআ অল্প শব্দে অর্থবহুল এবং অধিক ফলপ্রসূও।

۞ অতঃপর আরাফাতের দিন সূর্য অস্ত গেলে মুযদালিফার দিকে রওনা হবে এবং সেখানে পৌঁছে মাগরিব ও এশার নামায জমা ও কসর করে

পড়বে। তারপর বাকী রাতটুকু সেখানে কাটিয়ে ফজরের নামায পড়ে খুব ফর্সা হওয়া পর্যন্ত যিক্‌র ও দুআ পড়বে। এরপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার দিকে যাত্রা শুরু করবে। অবশ্য মানুষের ভিড় ঠেলে যেতে কষ্ট হবে মনে করে, এমন দুর্বল শ্রেণীর হাজীরা ফজরের পূর্বেই মুযদালিফা ছেড়ে মিনায় চলে যেতে পারে। কারণ, এমন মানুষকে মহানবী ﷺ ঐ কাজে অনুমতি দিয়েছেন।

❁ মিনায় পৌঁছে সত্বর সর্বাগ্রে জামরাতুল আকাবা (বড় জামরায়) ৭টি পাথর মারবে।প্রত্যেক পাথর মারার সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' পড়বে। অতঃপর কুরবানী করবে। তারপর মাথা নেড়া করবে। চুল ছোটও করতে পারে। তবে তার চেয়ে নেড়া করাটাই উত্তম। মহিলা তার চুলের ডগা থেকে আঙ্গুলের ডগার এক গিরা পরিমাণ কেটে ফেলবে। আর এর পরেই হাজী প্রথম হালাল হয়ে যাবে। এক্ষণে স্ত্রী-সঙ্গম ছাড়া বাকী সেই সকল কাজ করা হালাল হবে, যা ইহরাম অবস্থায় তার জন্য করা হারাম ছিল।

❁ সুতরাং খোশবূ ব্যবহার করে এবং স্বাভাবিক লেবাস পরে মক্কার দিকে রওনা হবে। কা'বা শরীফে গিয়ে ৭ চক্র 'তওয়াফে ইফাযা' সম্পন্ন করবে এবং তারপর যথানিয়মে সাঈ করবে। আর এ হল হজ্জের তওয়াফ ও সাঈ। আর প্রথম আগমনে যে তওয়াফ ও সাঈ করেছিল, তা ছিল উমরার। হজ্জের এই তওয়াফ ও সাঈর পর তার জন্য স্ত্রী-সঙ্গম সহ সব কিছু হালাল হয়ে যাবে, যা ইহরাম অবস্থায় হারাম ছিল।

❁ এখানে একটু থেমে আমরা দেখি যে, হাজী কুরবানীর দিনে কি কি কাজ করেছে? হাজী এ দিনে বড় জামরায় পাথর মেরেছে, তারপর কুরবানী করেছে, তারপর মাথা নেড়া করেছে অথবা চুল ছোট করেছে, তারপর তওয়াফ করেছে এবং সবশেষে সাঈ করেছে। বলাবাহুল্য এ দিনে উক্ত ৫টি কাজ যথাক্রমে করতে হয়। কিন্তু প্রয়োজনবোধে কেউ যদি একটিকে অন্যের আগে-পরে করে ফেলে, তবে তা দূষনীয় নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ ঈদের দিনে করণীয় কর্মগুলিকে আগা-পিছা করে করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "কর, কোন ক্ষতি নেই।" *(বুখারী, মুসলিম)* সুতরাং যদি কেউ মুযদালিফা থেকে সরাসরি মক্কা গিয়ে তওয়াফ ও সাঈ করে মিনায় ফিরে এসে পাথর মারে, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হয় না। অথবা যদি কেউ পাথর মেরে কুরবানী করার পূর্বেই মাথা নেড়া করে, তাহলেও কোন ক্ষতি নেই। অথবা যদি পাথর মেরে মক্কা পৌঁছে তওয়াফ ও সাঈ করে আসে, তাহলে তাতেও কোন ক্ষতি হয় না। অথবা যদি পাথর মেরে কুরবানী করার পর মাথা নেড়া করে সর্বশেষে মক্কায় গিয়ে তওয়াফের পূর্বে সাঈ করে, তাহলেও কোন ক্ষতি হয় না। আর এ হল মহান আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর বান্দার জন্য সহজ ও করুণাসিক্ত বিধি।

❁ এরপর হজ্জের যে কাজ অবশিষ্ট থাকে, তা হল ১১ ও ১২, অনুরূপ দেরী করে ফিরতে চাইলে ১৩ তারীখের রাত্রিও মিনায় অতিবাহিত করা। কেন না, মহান আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে (মিনায় অবস্থানকালে যুল-হজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারীখ- এই ৩ দিন) আল্লাহর যিক্‌র কর। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে ২ দিনেই ফিরে আসতে চায়, তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই। এ নিয়ম তার জন্য যে পরহেযগার।" অতএব হাজী ১১ ও ১২ তারীখের রাত মিনায় কাটাবে। অবশ্য উভয় রাতের অধিকাংশ সময় কাটালেই যথেষ্ট হবে।

❁ অতঃপর ১১ তারীখের দিনে সূর্য ঢলে গেলে ৩টি জামরাতেই পাথর মারবে। (মিনা থেকে) প্রথম জামরা এবং যেটা ৩টির পূর্ব দিকে অবস্থিত সেই ছোট জামরায় আগে পরপর ৭টি পাথর মারবে। প্রত্যেক পাথর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে। তারপর ভিড় থেকে সামান্য সরে গিয়ে কেবলামুখ হয়ে দুই হাত তুলে লম্বা সময় ধরে দুআ করবে। অতঃপর মধ্যম জামরায় গিয়ে অনুরূপ পরপর ৭টি পাথর মারবে। প্রত্যেক পাথর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে। তারপর ভিড় থেকে সামান্য সরে গিয়ে কেবলামুখ হয়ে দুই হাত তুলে লম্বা সময় ধরে দুআ করবে। তারপর বড় জামরায় পৌঁছে একই নিয়মে পরপর ৭টি পাথর মারবে। প্রত্যেক পাথর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে। তারপর এখানে আর দাঁড়াবে না। এরূপ করলে মহানবী ﷺ এর অনুসরণ করা হবে।

❁ অতঃপর ১২ তারীখেও সূর্য ঢলার পর যথানিয়মে অনুরূপ ২১টি পাথর মারবে। এরপর সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চাইলে মিনা থেকে সূর্য ডোবার আগে আগেই বের হয়ে যাবে। আর তাড়াতাড়ি না থাকলে ১৩ তারীখের রাত্রি মিনায় কাটাবে এবং দিনে সূর্য ঢলার পর ঐ একই নিয়মে পাথর মেরে তবেই মিনা ত্যাগ করবে। বলাবাহুল্য ১৩ তারীখ পর্যন্ত অপেক্ষা করাই উত্তম। কিন্তু মিনায় থাকা কালে ১২ তারীখের সূর্য ডুবে গেলে ১৩ তারীখের সূর্য ঢলার পর ৩টি জামরাতেই পাথর মারা জরুরী হয়ে যাবে। তবে ১২ তারীখে বের হওয়ার নিয়ত করেও ভিড় বা কোন অন্য অসুবিধার কারণে বের হওয়ার পূর্বেই যদি সূর্য ডুবে যায়, তবে ১৩ তারীখ থাকা তার জন্য জরুরী হবে না। কেন না, ঐ বিলম্ব তার স্বেচ্ছায় ছিল না।

❁ ১১, ১২ ও ১৩ তারীখের পাথর সূর্য ঢলার আগেই মারা হাজীর জন্য বৈধ নয়। কারণ, মহানবী ﷺ সূর্য ঢলার পরেই পাথর মেরেছেন এবং বলেছেন, "তোমরা তোমাদের হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি আমার কাছ থেকে শিখে নাও।" *(মুসলিম)* আর সাহাবাগণও সূর্য ঢলার অপেক্ষা করতেন। অতঃপর সূর্য ঢলে গেলে তবেই পাথর মারতেন। পক্ষান্তরে সূর্য ঢলার আগে যদি পাথর মারা জায়েয হত, তাহলে নিশ্চয়ই মহানবী ﷺ উম্মতের জন্য বিবৃতি দিয়ে যেতেন; হয় নিজ কর্ম দ্বারা, নচেৎ নির্দেশ দ্বারা, নচেৎ মৌনসম্মতি দ্বারা।

❁ তবে হ্যাঁ, যদি কেউ ভিড়ের কারণে অথবা প্রখর রৌদ্রের কারণে দিনে পাথর মারতে কষ্টবোধ করে, তাহলে সে বিলম্ব করে রাত্রে পাথর মারতে পারে। কারণ, রাত্রিও পাথর মারার সময়। যেহেতু রাত্রে পাথর মারা শুদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল নেই। পরন্তু মহানবী ﷺ পাথর মারা শুরু হওয়ার সময় নির্দিষ্ট করেছেন, কিন্তু শেষ হওয়ার সময় নির্দিষ্ট করেন নি। আর মৌলিক নীতি এই যে, যে জিনিস ব্যাপকরূপে এসেছে, তা ব্যাপকরূপেই বাকী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না তা কোন কারণ অথবা সময় দ্বারা নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল কায়েম হয়েছে।

❁ জামরাসমূহে পাথর মারায় শৈথিল্য করার ব্যাপারে হাজীকে সতর্ক হওয়া উচিত। কিছু হাজী আছে, যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকে এবং নিজের পাথর মারতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অপরকে প্রতিনিধি করে থাকে। অথচ এমনটি করা জায়েয নয় এবং যথেষ্টও নয়। কেন না, মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেন, "তোমরা হজ্জ ও উমরাহকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পূর্ণভাবে সম্পাদন কর।" আর পাথর মারা হজ্জের অন্যতম আমল। সুতরাং তাতে ত্রুটি প্রদর্শন জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ নিজের দুর্বল শ্রেণীর পরিজনকে তাদের তরফ থেকে পাথর মারার জন্য কাউকে প্রতিনিধি করার অনুমতি দেন নি। বরং তিনি তাদেরকে শেষ রাত্রে (ফজরের পূর্বে) মুযদালিফা থেকে প্রস্থান করার অনুমতি দিয়েছিলেন। যাতে তারা লোকেদের ভিড় হওয়ার আগে আগেই নিজে নিজে পাথর মারতে সক্ষম হয়। তবে প্রয়োজনে প্রতিনিধি করায় দোষ নেই। যেমন যদি কোন হাজী অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা অধিক বার্ধক্যজনিত কারণে জামরাতে পৌঁছতে না পারে, অথবা গর্ভবতী মহিলা নিজের বা সন্তানের কোন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা করে, তাহলে এমত অবস্থায় অপরকে পাথর মারতে প্রতিনিধি করা বৈধ।

❁ আমাদের জন্য ওয়াজেব, যেন আমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সম্মান করি, তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন না করি এবং যা আমরা নিজে নিজে করতে পারব, তা নিজেই সম্পাদন করি। কারণ, তা হল ইবাদত। যেমন মহানবী ﷺ বলেন, "কা'বা গৃহের তওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ এবং জামরায় পাথর মারার আমল কেবল মাত্র আল্লাহর যিক্‌র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।" *(আবূ দাউদ ও তিরমিযী)*

❁ হাজী জামরায় পাথর মেরে যখন হজ্জের সমস্ত কাজ পূর্ণ করবে, তখন বিদায়ী তওয়াফ না করে যেন মক্কা ত্যাগ করে দেশে না ফিরে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, লোকেরা যে যেখানে থাকত সেখান থেকেই প্রস্থান করত। এ দেখে নবী ﷺ বললেন, "কা'বা গৃহের সাথে শেষ সাক্ষাৎ না করা পর্যন্ত কেউ যেন (মক্কা) ত্যাগ না করে।" *(মুসলিম)* অবশ্য কোন মহিলার যদি ঐ সময় মাসিক অথবা নিফাস শুরু হয়ে যায় এবং সে ইতিপূর্বে 'তওয়াফে ইফাযা' করে থাকে, তাহলে বিদায়ী তওয়াফ তার পক্ষে লাঘব হয়ে যাবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, লোকেরা বিদায়ী তওয়াফ করতে আদিষ্ট হয়েছে। তবে এ তওয়াফ ঋতুমতী মহিলার জন্য মাফ করা হয়েছে। *(বুখারী ও মুসলিম)* আর যেহেতু মহানবী ﷺ কে যখন বলা হল যে, সফিয়্যা

তওয়াফে ইফাযা করেছেন। তিনি বললেন, "অতএব সে প্রস্থান করুক।" *(বুখারী ও মুসলিম)* আর এ সময় তিনি ঋতু অবস্থায় ছিলেন।

❁ বিদায়ী তওয়াফ সব কিছুর শেষে হওয়া ওয়াজেব। সুতরাং মক্কায় এসে বিদায়ী তওয়াফ সেরে নিয়ে পুনরায় মিনায় গিয়ে পাথর মেরে যারা মিনা থেকেই দেশে ফিরে যায়, তাদের এ কাজ মহাভুল। তাদের ঐ বিদায়ী তওয়াফ যথেষ্ট নয়। কারণ, তাদের শেষ সাক্ষাৎ কা'বা গৃহের সাথে হয় না; বরং জামরার সাথে হয়।

উমরার কর্মাবলীর সারসংক্ষেপ

১। (মীকাতে) নাপাকীর গোসলের মত গোসল করা এবং খোশবূ ব্যবহার করা। ইহরামের কাপড় পরা। পুরুষ পরবে (সিলাইবিহীন) লুঙ্গি ও চাদর। আর মহিলা যে কোন বৈধ লেবাস পরতে পারে।

২। তওয়াফ শুরু করা অবধি তালবিয়্যাহ পাঠ।

৩। হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত ৭ চক্র তওয়াফ করা।

৪। মাক্বামে ইবরাহীমের পশ্চাতে ২ রাকআত নামায পড়া।

৫। সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় ৭ চক্র সাঈ শেষ করা।

৬। পুরুষের মাথা নেড়া করা অথবা চুল ছোট করা এবং মহিলার কেবল ছোট করা।

হজ্জের কর্মাবলীর সারসংক্ষেপ

প্রথম দিন ৮ তারীখের করণীয়

১। নিজের বাসা থেকে গোসল করে খোশবূ মেখে এবং ইহরামের কাপড় পরে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে (নিয়ত করবে) এবং বলবে,

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ حَجّاً، لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা হাজ্জা, লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা অননি'মাতা লাকা অলমুল্‌ক, লা শারীকা লাক।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি হজ্জের নিয়তে হাজির। আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আমি তোমার নিকট হাজির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, সম্পদ ও রাজত্ব তোমার জন্য, তোমার কোন অংশী নেই।

২। মিনায় পৌঁছে ৯ তারীখের সূর্য ওঠা পর্যন্ত অবস্থান করবে এবং সেখানে ৮ তারীখের যোহর, আসর, মাগরেব ও এশা এবং (৯ তারীখের) ফজরের নামায যথাসময়ে পড়বে। তবে ৪ রাকআত-বিশিষ্ট নামায ২ রাকআত করে পড়বে।

দ্বিতীয় দিন ৯ তারীখের করণীয়

১। সূর্য ওঠার পর আরাফাতে রওনা হবে। সেখানে যোহর ও আসরকে কসর ও জমা তাকদীম করে (২ রাকআত করে যোহরের সময়ে) পড়বে। সূর্য ঢলার পূর্বে সম্ভব হলে 'নামেরা' উপত্যকায় কিছু কাল অবস্থান করবে।

২। নামাযের পর কেবলামুখে দুই হাত তুলে যিক্‌র ও দুআয় মশ্‌গুল হবে। আর এখানে সূর্য অস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

৩। সূর্য ডোবার পর মুযদালিফায় রওনা হবে। এখানে মাগরেবের নামায ৩ রাকআত এবং এশার নামায ২ রাকআত জমা করে পড়বে। অতঃপর ফজর পর্যন্ত অবস্থান করবে।

৪। ফজরের নামায পড়ে খুব ফর্সা হওয়া পর্যন্ত যিক্‌র ও দুআতে মশ্‌গুল থাকবে।

তৃতীয় দিন ১০ তারীখ বা ঈদের দিনের করণীয়

১। মুযদালিফা থেকে মিনায় ফিরে সোজা বড় জামরায় গিয়ে পরপর ৭টি পাথর মারবে এবং প্রত্যেক বারে 'আল্লাহু আকবার' বলবে।

২। কুরবানী দেওয়া ওয়াজেব হলে কুরবানী দেবে।

৩। মাথা নেড়া করবে অথবা চুল ছোট করবে। আর এরপর সে প্রথম হালাল লাভ করবে। এক্ষণে সে স্বাভাবিক লেবাস পরতে পারবে, খোশবূ লাগাতে পারবে এবং স্ত্রী-সঙ্গম ছাড়া ইহরাম অবস্থায় যা হারাম ছিল তার সবই হালাল হয়ে যাবে।

৪। মক্কায় গিয়ে 'তওয়াফে ইফাযা' করবে। আর এটাই হল হজ্জের তওয়াফ। সাফা-মারওয়ার সাঈ করবে হজ্জের জন্যই; যদি তামাত্তু হজ্জ হয় তাহলে। অনুরূপ তামাত্তু হজ্জ না হলেও যদি তওয়াফে কদূমের (প্রথম তওয়াফের) পর সাঈ না করে থাকে তাহলেও এই সাঈ জরুরী। আর এক্ষণে সে পূর্ণ হালাল হয়ে যাবে এবং ইহরাম অবস্থায় যা কিছু হারাম ছিল তার সব কিছুই এমনকি স্ত্রী-সঙ্গমও হালাল হয়ে যাবে।

৫। অতঃপর মিনায় ফিরে এসে ১১ তারীখের রাত্রি যাপন করবে।

চতুর্থ দিন ১১ তারীখের করণীয়

১। তিনটি জামরাতেই পাথর মারবে। ছোট, তারপর মধ্যম, তারপর বড় জামরায় প্রত্যেকটিতে ৭টি করে মোট ২১টি পাথর মারবে এবং প্রত্যেক পাথরের সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। পাথর মারার সময় শুরু হবে সূর্য ঢলার পর থেকে। অতএব তার পূর্বে জায়েয নয়। খেয়াল করে প্রথম ও মধ্যম জামরায় পাথর মারার পর দুআর জন্য দাঁড়াবে।

২। অতঃপর মিনায় ১২ তারীখের রাত্রি যাপন করবে।

পঞ্চম দিন ১২ তারীখের করণীয়

১। গত কালের মত তিনটি জামরাতেই পাথর মারবে।

২। তাড়াতাড়ি থাকলে সূর্য ডোবার পূর্বেই মিনা থেকে বিদায় নেবে। তা না হলে ১৩ তারীখের রাত্রি যাপন করবে।

ষষ্ঠ দিন ১৩ তারীখের করণীয়

এ দিনটি কেবল তাদের জন্য যারা বিলম্ব করবে। আর এ দিনে সে নিম্নের কাজগুলি করবেঃ-

১। ১১ ও ১২ তারীখের মতই সূর্য ঢলার পর ৩টি জামরাতেই পাথর মারবে।

২। অতঃপর মিনা থেকে বিদায় হয়ে যাবে।

আর সবশেষে দেশে ফিরার আগে বিদায়ী তওয়াফ করবে।

হজ্জের প্রকারভেদ

হজ্জ তিন প্রকার; তামাত্তু, ইফরাদ ও ক্বিরান।

১। **তামাত্তুর নিয়মঃ-** হজ্জের মাসে মীকাত থেকে কেবল উমরার ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর মক্কায় পৌঁছে উমরার জন্য তওয়াফ ও সাঈ করে মাথা নেড়া করবে অথবা চুল ছোট করবে। তারপর যুলহজ্জ মাসের ৮ তারীখে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করবে।

২। **ইফরাদের নিয়মঃ-** মীকাত থেকে কেবল হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর মক্কায় পৌঁছে তওয়াফে কদূম করবে এবং হজ্জের জন্য সাঈ করবে। এরপর মাথা নেড়া বা চুল ছোট করবে না এবং ইহরামও খুলবে না। বরং ইহরাম অবস্থায় থেকে একেবারে সেই ঈদের দিন বড় জামরায় পাথর মেরে হালাল হবে। আর যদি হজ্জের সাঈ প্রথমে না করে এবং হজ্জের তওয়াফের পর তা করে, তাহলেও কোন দোষ নেই।

৩। **ক্বিরান হজ্জের নিয়মঃ-** মীকাত থেকে উমরাহ ও হজ্জ উভয়ের নিয়তে ইহরাম বাঁধবে অথবা কেবল উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে তওয়াফ শুরু করার আগে হজ্জকে শামিল করে নেবে। আর ক্বিরান হজ্জের সকল কাজ ইফরাদ হজ্জের মতই। তবে ক্বিরান হজ্জে কুরবানী ওয়াজেব, ইফরাদ হজ্জে নয়।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.